Vol. 59 | No. 3 | 2024

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আলাউদ্দিন আল আজাদের কর্ণফুলী: পরিবেশ-নারীবাদী পাঠ

Volume	59
Issue	3
Year	2024
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Sumona Akter
Published online	April 30, 2025
DOI	10.62328/sp.v59i3.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v59i3.8
Pages	151-165
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৫৯ সংখ্যা: ৩
আষাঢ় ১৪৩১॥ জুন ২০২৪
প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v59i3

DOI: 10.62328/sp.v59i3.8
প্রবন্ধ জমাদান: ১৮ মার্চ ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪
পৃষ্ঠা: ১৫১-১৬৫

আলাউদ্দিন আল আজাদের *কর্ণফুলী*: পরিবেশ-নারীবাদী পাঠ

সুমনা আক্তার
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: sumonaakterbangladu@gmail.com

সারসংক্ষেপ

পরিবেশ-নারীবাদ একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক আন্দোলন ও সাহিত্য-সমালোচনা তত্ত্ব। নারীর প্রতি অবমূল্যায়ন ও পরিবেশের বিনষ্টি পরিবেশ নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সমভাবে মূল্যায়িত হয়। এটা মূলত নারী ও প্রকৃতির প্রতি আধিপত্যবাদী মনোবাসনা। পৃথিবী সৃষ্টির সূচনা থেকেই নারীর সাথে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ যোগ লক্ষণীয়। বর্তমান সমাজকাঠামোয় শিল্পোন্নয়ন, আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার প্রসার ও অগ্রসরতার সাথে সাথে নারী ও প্রকৃতির প্রতি অমানবিক ও সহিংস আচরণ বেড়েছে। প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ ও অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করে নারীর জীবন চিত্রায়ণের ক্ষেত্রে। প্রকৃতির অবাধ বিচরণকে শৃঙ্খলিত করা, নারীর কর্মক্ষেত্রকে অবরুদ্ধ করা ও নারীর চিন্তাকাঠামো নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। পরিবেশবাদী আন্দোলনের নতুন প্রয়াস পরিবেশ-নারীবাদ। এই প্রবন্ধে আলাউদ্দিন আল আজাদের *কর্ণফুলী* উপন্যাসে নারী চরিত্রের প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোবাসনার সাথে প্রকৃতির প্রতি মানুষের ধ্বংসাত্মক আচরণকে একই সমান্তরালে বিবেচনা করা হয়েছে।

মূলশব্দ

পরিবেশ-নারীবাদ, বনবিবি, আর্টেমিস, অবদমন কাঠামো, পীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামো, আধিপত্যবাদ, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ।

আলাউদ্দিন আল আজাদের (১৯৩২-২০০৯) *কর্ণফুলী* (১৯৬২) উপন্যাস মানব ও প্রকৃতির সম্পর্কের এক অনবদ্য রূপকল্পের নাম। ঔপন্যাসিক প্রকৃতি ও নারীর স্বভাববৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে চট্টগ্রামের লোকায়ত জীবন ও রাঙামাটির আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনকাঠামোকে উপস্থাপন করেছেন। বাঙালির জীবন, জীবিকা, সংস্কৃতি, মনস্তত্ত্ব ও লোকাচারের সাথে প্রকৃতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এ উপন্যাসে পটভূমির বিস্তৃতিতে প্রায় সকল চরিত্রের জীবন ও জীবিকার সাথে অরণ্য, পাহাড়, ঝর্ণা, নদী ও সমুদ্রের সম্পর্ক রয়েছে। যন্ত্রনির্ভর সভ্যতা দ্রুত বেড়ে ওঠার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনে সংকট তৈরি হয়েছে এবং মানবজীবনের জটিলতা ক্রমশ বেড়েছে। বিশ্বায়ন ও উন্নয়ন চক্রের জাঁতাকলে প্রকৃতি বিনষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যান্ত্রিক শিল্পোন্নয়নের ফলে অরণ্যনির্ভর জীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা মানুষের জীবনে যন্ত্রণা, তিক্ততা ও ক্লেদাক্ত পরিবেশ তৈরি করে। মানব-প্রকৃতির অভেদ সম্পর্ক যেখানে সহাবস্থানের, সেখানে মানুষ প্রকৃতির শাসকে পরিণত হয়েছে। উপন্যাসে বর্ণিত প্রকৃতি ও নারী কীভাবে পুরুষের আধিপত্যকামী মানসিকতার কাছে পরাজিত হয়েছে, তা এই প্রবন্ধে বিশ্লেষিত হয়েছে। এ উপন্যাসে নারীর সৌন্দর্যবর্ণন, সন্তানবাৎসল্য, নারী জীবনের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণার সাথে একাত্ম করে প্রকৃতির উপস্থাপন রয়েছে।

নারী ও প্রকৃতি সম্পর্কে শিল্পচিন্তার পরিণত রূপ পরিবেশ-নারীবাদ (Eco-feminism)। ইকোফেমিনিজম শব্দবন্ধটি ১৯৭৪ সালে প্রথম ব্যবহার করেন ইকোফেমিনিস্ট ফ্রাঁসোয়া দ্যুবন তাঁর *Le Feminisme ou la Mort* (*নারীবাদ অথবা মৃত্যু*) বইয়ে। পরিবেশ-নারীবাদ ধারণা একই সাথে পরিবেশ নীতিবাদ ও নারীবাদ ধারণার কেন্দ্রীভূত রূপ। মানুষ ও প্রকৃতির সহযোগিতামূলক সম্পর্কের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে পরিবেশ-নারীবাদ। পরিবেশ-নারীবাদ ধারণায় নারী আন্দোলন এবং পরিবেশ আন্দোলনের অবস্থান ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। নারীর ন্যায্য অধিকার আদায় ও পরিবেশের বিপর্যয় রক্ষাকল্পে প্রকৃতির প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ প্রত্যাশা করে পরিবেশ-নারীবাদীরা। নারী ও পরিবেশকে অধস্তন হিসেবে বিবেচনায় আধিপত্যবাদে যৌক্তিকতা বিবেচ্য হয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিকট। এই ধারণাকে অযৌক্তিক বিবেচনা করা পরিবেশ-নারীবাদের উদ্দেশ্য। সামাজিক রীতি-নীতি-প্রথা ও মানবচিন্তার বিচিত্র পর্যায়ের সাথে ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের সম্পর্ক রয়েছে। আর এই পরিপ্রেক্ষিতের উপর ভিত্তি করে পরিবেশ-নারীবাদের গঠন নির্মিত হয়। সমাজে নারীর প্রতি আচরণ ও নিসর্গের প্রতি আচরণের মাধ্যমে সমাজব্যবস্থার চালচিত্র উপলব্ধি করা সম্ভব:

> Ecological feminists ('ecofeminists') claim that there are important connections between the unjustified dominations of women, people of colour, children and the unjustified domination of nature. (Warren 2000: 1)

পরিবেশ-নারীবাদী সাহিত্য-সমালোচনা তত্ত্বে মানুষের নৈতিক মূল্য নির্ধারণের পাশাপাশি পরিবেশের নৈতিক মূল্যায়নের উপরও গুরুত্ব আরোপ করে। জ্ঞান ও মূল্যবোধের ধারায় মানুষের অন্তর্নিহিত মূল্যকে (intrinsic value) স্বীকার করা হয়, তবে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত মূল্য হলো করণিক মূল্য (instrumental value) যার স্বনিহিত মূল্য নেই। এটা বস্তুনিষ্ঠ যা মানুষের ভোগের জন্য তৈরি এবং এর মূল্য নির্ধারিত হয় মানুষের দ্বারা। প্রকৃতিতে অবাধ

বিচরণ ও প্রকৃতিকে যথেচ্ছ ব্যবহারের অধিকার রয়েছে মানুষের। প্রকৃতির প্রতি মানুষের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। প্রকৃতির প্রতি সীমাবদ্ধ এই ধারণার সমান্তরালে নারীর প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচ্য। প্রচলিত এই ধারণায় নারী কিংবা প্রকৃতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করে না। তবে এই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করে পরিবেশ-নারীবাদ। রশিদা আখতার খানম তাঁর *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট* গ্রন্থে বলেছেন, পুরুষতন্ত্রের সমাজসৃষ্ট মূল্যবোধ প্রকৃতপক্ষে 'ধারণাগত কাঠামো' (ধারণাগত কাঠামো মানুষের কিছু মৌলিক বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধের মাধ্যমে ব্যক্তির অন্তরে বদ্ধমূল ধারণা তৈরি করে) ও 'পীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামো' (সমাজে নারীর প্রতি নিপীড়নমূলক আচরণের পেছনে ক্রিয়াশীল আছে কিছু নির্বিচার বিশ্বাস অপব্যাখ্যা যা সমাজে নারী অবমূল্যায়নে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে)—এই দুই চিন্তাকাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে আছে। নারী ও প্রকৃতির প্রতি আচরণের সাথে ন্যায়ের সম্পর্ক রয়েছে। নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারী ও প্রকৃতিকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে স্থান দেওয়া, নারী ও প্রকৃতির উপর কর্তৃত্বের ধারণায় মূল্যবোধকে যৌক্তিকভাবে চিন্তা করতে উৎসাহিত করে তাত্ত্বিকগণ। এ সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য:

> মানবী-নিসর্গবাদীদের একটি প্রধান প্রোজেক্ট woman-nature সম্পর্ক mystifies না করে দৃশ্যায়িত করে তোলা-প্রকৃতি ও মানবীর পক্ষে যা কিছু অশুভ ও মন্দ তা থেকে মুক্তি পেতে হবে, বা নারী ও প্রকৃতিকে মুক্তি দিতে হবে। woman-nature সম্পর্কই হলো ecofeminism-এর মূল ভিত্তি। (বিপ্লব ২০০৯: ১৪)

আদিবাসীদের লোকপুরাণে ফসল উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয় হলো ঋতুবতী ও গর্ভবতী নারী। নারীদেহ উৎপাদনশীলতার প্রতীক। নারী ও প্রকৃতির মধ্যে সহজাত আন্তঃসম্পর্ক রয়েছে। দুর্গা, লক্ষ্মী, রাধা, সাবিত্রী ও সরস্বতী এদেরকে বলা হয় পঞ্চধাপ্রকৃতি। দেবী এখানে পরমাপ্রকৃতির আধার স্বরূপ ও প্রকৃতির সমার্থক। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের সমষ্টির নামকে বলা হয় প্রকৃতি ও নারী। গ্রিক ও রোমান অসংখ্য দেবদেবী পৃথিবীর নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় রয়েছে। তন্ত্রশাস্ত্রে বলা হয় প্রকৃতি চৈতন্যময়ী, শক্তির আধার ও জগতের মাতা। গ্রিক পুরাণে গায়া পৃথিবীদেবী যিনি সমগ্র প্রাণীর জন্মদান ও সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে প্রকৃতির সংজ্ঞায়নে নারী অত্যাবশ্যক প্রসঙ্গ হিসেবে বিবেচিত। প্রকৃতি শব্দ বিশ্লেষণে এই সংজ্ঞার্থ উল্লেখযোগ্য:

> 'প্র' শব্দে 'প্রকৃষ্ট' অর্থ শুন দিয়া মন।
> 'কৃতি' অর্থে 'সৃষ্টি' ইহা বেদের বচন।।
> সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন রয।
> প্রধানা প্রকৃতি তারে সর্ব্বজনে কয়।। (ব্যাসদেব ১৯৭৪: ১০৫)

প্রকৃতি সম্পর্কে নারীর চিরায়ত জ্ঞান পরিবেশ-নারীবাদে আলোচ্য বিষয়। বৃক্ষরোপণ, চাষাবাদ, কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কে নারীর জ্ঞান ও লোকজ অভিজ্ঞতা নারী ও প্রকৃতির একাত্মতার প্রাথমিক নিদর্শন। প্রকৃতি নিয়ে নারীর গভীর চিন্তা, দর্শন অভিজ্ঞতা পরিবেশ-নারীবাদী চিন্তাকে ভিত্তি দান করে। মানবসভ্যতার সৃষ্টি ও বিনাশ প্রকৃতির ধ্বংস ও রক্ষার সাথে সম্পর্কিত। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী প্রকৃতির সন্তান রূপে বেড়ে ওঠে। অরণ্য, আরণ্যক প্রাণি, আরণ্যক মানুষকে রক্ষার

জন্য পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা ও তাত্ত্বিক চিন্তা বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সামাজিক উপযোগিতার বিষয়ে চিন্তা করে প্রকৃতি ও মানব সম্পর্ক নতুন করে অন্তর্বয়নের চিন্তা করা প্রয়োজন।

আনু মুহাম্মদ (২০১৪: ৯২) বলেন:

> আগে একসময় ভারতে যোনিপূজার প্রচলন ছিল। অনেক জনগোষ্ঠী জমিতে উৎপাদন শুরুর আগে নানাভাবে যোনিপূজা করত। কেন? কারণ নারী সম্পর্কে, জীবনসৃষ্টির প্রক্রিয়া সম্পর্কে তখনও তার পরিষ্কার ধারণা তৈরি না হলেও সে দেখে যে, নারী থেকেই মানুষ সৃষ্টি হয়। নারীর সৃষ্টি এবং মাটির সৃষ্টি তার কাছে অভিন্ন হয়ে ওঠে। ধরিত্রী অন্ন যোগায় আর নারী জন্ম দেয় মানুষ। মাটি বা ধরিত্রীর তাই মানুষের মায়ের ভূমিকায়।

নারী সৃষ্টিশীলতা ও সম্ভাবনার প্রতীক। সভ্যতার আদিম লগ্ন থেকেই পৃথিবীকে শস্যবতী করে তুলতে নারী দেবতার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি সভ্যতার সূচনায় নারীর অবদান স্বীকার্য। কৃষি ব্যবস্থা উদ্ভাবন ও নিয়ন্ত্রণে নারী প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। নারী প্রকৃতির মানবিক প্রতিভাস। পুরাণ, লোককাহিনি ও লোকবিশ্বাসে নারীর এই সৃষ্টিশীল সম্ভাবনাময়ী জীবনের সাথে প্রকৃতির অফুরন্ত সৃষ্টিশীলতার যোগসূত্র রয়েছে। কৃষির সাথে নারীর সম্পর্ক কতটা ঘনিষ্ঠ তা খনার বচনের মাধ্যমে বিশ্বস্ততা তৈরি করে। এ প্রসঙ্গে হুমায়ুন আজাদের (১৯৯২: ৬০) মন্তব্য স্মরণযোগ্য:

> মানুষের অরণ্যপর্বের পর আসে কৃষি বা বর্বরতার পর্ব। যাযাবর মানুষ স্থির হয় কোনো উর্বর অঞ্চলে, হয় কৃষক; এবং পশু হয় তার প্রধান সম্পদ, মানুষ হয় গোস্বামী। ভূমিকা বদলায় নারীরও। যাযাবর আরণ্য মানুষের ছিলো শুধু বর্তমান; কিন্তু কৃষিসমাজের মানুষের বর্তমান তো রয়েছেই, রয়েছে অতীত ও ভবিষ্যৎ। তার কাছে উর্বরতা দেখা দেয় একটি বড়ো বিস্ময়রূপে। কৃষক অনুভব করে নারী ও জমি একই প্রকৃতির, উভয়ই উর্বর; চাষ করলে উভয়ই সোনা ফলায়।

অ-নাগরিক জীবনে কিংবা আদিবাসীদের কাছে প্রকৃতিপূজা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাংলাদেশে শালবনাঞ্চলে মান্দি, সাঁওতাল, ওঁরাও শালবনকে পবিত্র বৃক্ষ মনে করে। শালগাছের শাখা সাঁওতাল, ওঁরাওদের কাছে গার্হস্থ দেবতা 'বোঙ্গার' প্রতীক। মধুপুর গড়ের মান্দি আদিবাসী শালবনকে তাদের জননীভূমি মনে করে। বনের রক্ষাকারী দেবী বনবিবির পরিচয় পাওয়া যায় সুন্দরবনের রক্ষাকবচ হিসেবে। বনের প্রাণবৈচিত্র্যের সকল সুরক্ষা বজায় রাখার শর্ত দিয়ে বননির্ভর মানুষদের বনজ প্রাণসম্পদ আহরণের অনুমতি দেয় বনবিবি। পুরুষ ও প্রকৃতি শব্দবন্ধ ব্যবহারের কারণে নারীর সমার্থক শব্দ হিসেবে বিবেচনা করা হয় প্রকৃতিকে। যাযাবর থেকে স্থায়ী বসবাস করার পেছনে নারীর রোপিত বৃক্ষের প্রতি মায়া যেমন গুরুত্ব পেয়েছে। নারী, দেবী ও প্রকৃতির এই অভেদ সম্পর্ককে উপস্থাপনে সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য:

> যুগ যুগ ধরে পুরাণ, লোককাহিনি ও লোক-মনীষায় নারীর সৃষ্টিক্ষমতাকে প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গীভূত করে তাকে প্রকৃতির রূপকার্থে দেবী হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। প্রাচীন মনীষার নবতর প্রকাশে পরিবেশ-নারীবাদের উত্থান, এ কথা খুব অমূলক নয়। (হোসনে ২০২১: ১৬৫)

আলাউদ্দিন আল আজাদ নারী ও প্রকৃতির অবয়বকে একাত্ম করে তুলেছেন *কর্ণফুলী* উপন্যাসে। নারী জীবনের উত্থান-পতন, বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণে প্রধান ভূমিকা পালন করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। ভৌগোলিক অবস্থানভেদে মানুষের দৈহিক গঠনকাঠামো ব্যতিক্রম হয় তা ঔপন্যাসিকের দৃষ্টির অগোচর নয়। এ উপন্যাসে নারীর সৌন্দর্য ও দৈহিক গঠনকাঠামো রূপায়ণে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব রয়েছে। নারীর রূপাবয়ব ও প্রকৃতির সৌন্দর্য বিলীন হয়ে যায় প্রকৃতি-নারীবাদে। চট্টগ্রাম, কাপ্তাই, রাঙামাটি, চন্দ্রঘোনার বিস্তৃত পরিসর নিয়ে রচিত উপন্যাসের পটভূমি। পাহাড়তলীতে মজুরের কাজ করত ইসমাইল। রমযান ইসমাইলকে অসদুপায়ে অর্থ উপার্জনের প্রত্যাশা দেখিয়ে রাঙামাটি অঞ্চলে নিয়ে যায়। চোরাই মাল চালান দেওয়া, চোরাই মদ বিক্রি, পকেটমার, ডাকাতি, নারী সংক্রান্ত দুর্নীতি প্রভৃতি অনৈতিক কাজের সাথে যুক্ত তারা। রাঙামাটিতে এসে ইসমাইল চাকমা নারীদের সৌন্দর্য দেখে বিস্মিত হয়। তার দৃষ্টিতে সমতলের নারীর অবয়ব ও দৈহিক গঠন থেকে পাহাড়ি নারীর সৌন্দর্য ভিন্ন। তারা যেন এই পাহাড় অরণ্যেরই অংশবিশেষ:

> এ যেন নতুন দেশ, নতুন জায়গা। এ রকম আকৃতির মানুষ কম দেখে নি; কিন্তু কখনো এমন করে নয়। অন্যত্র এর ডাঙায় তোলা মাছের মতো আর এখানে এই সবুজেরই যেন অংশ। (আলাউদ্দিন ১৯৬২: ২৮)

পুরাণ ও লোককাহিনিতে রোমান দেবী ডায়ানার প্রভাব ছিল। ইতালীয় এই দেবীর গ্রিক নাম আর্টেমিস। গ্রিক পুরাণে অরণ্যের পূর্ণ অধিকার রয়েছে জিউস ও লেটোর মেয়ে আর্টেমিসের। তাকে বলা হয় বনের প্রেমিকা। তিনি বন ও বন্যপ্রাণীর দেবীও বটে। চাকমা কন্যা রাঙামিল্যার রূপে মুগ্ধ হয় ইসমাইল। ঝর্ণার ধারে সাধারণ জীর্ণ ও মলিন শাড়ি পরিহিত রাঙামিল্যার সৌন্দর্য বনদেবীর প্রতিকৃতি রূপে আবির্ভূত হয় ইসমাইলের দৃষ্টিতে। রাঙামিল্যার সৌন্দর্য বর্ণনার সাথে তার পারিপার্শ্বিক জীর্ণতাকে অস্বীকার করেননি বাস্তবতা সচেতন লেখক আলাউদ্দিন আল আজাদ। তিনি রাঙামিল্যার সৌন্দর্য ও দারিদ্র্যকে সমভাবে উপস্থাপন করেছেন। জীর্ণ পোশাকের মলিনতা তার সৌন্দর্যকে ম্রিয়মান করেনি—'সুগঠিত খালি পায়ের গোছা পর্যন্ত শাড়ির পাড়টা উঠে আছে, নির্জনে বলেই হয়তো সেদিকে খেয়াল নেই। গালে ডালিমের রং, সোনার বরণ তনু, ময়লা কাপড় জড়িয়ে সাক্ষাৎ বনদেবী যেন বসে আছে' (আলাউদ্দিন ১৯৬২: ৩৯)। নীলরঙে ঘন করে লতাপাতা আঁকা একটা শাড়ি রাঙামিল্যাকে উপহার দেয় ইসমাইল। নতুন নীল শাড়ি পড়া অবস্থায় প্রকৃতির রূপে রাঙামিল্যার সৌন্দর্য আবিষ্কার করে ইসমাইল। দুপুরের স্নিগ্ধ আলোতে ঝর্ণার অনবদ্য সৌন্দর্য যেন রাঙামিল্যাকে নবদ্যুতিতে উদ্ভাসিত করে তোলে। প্রকৃতির নির্জনতা রাঙামিল্যাকে প্রকৃতির অংশ করে তুলেছে। রাঙামিল্যার সৌন্দর্য চিত্রায়নে আলাউদ্দিন আল আজাদ ইসমাইলের দৃষ্টিতে নারী, দেবী ও প্রকৃতিকে একাত্ম করেছেন—

> পরের দিন দুপুরের আগেই ঝর্ণার কাছে গিয়ে বসে, জায়গাটা নির্জন এবং সুন্দর। কিন্তু তারও চেয়ে সুন্দর হয়েছে মিল্যা, দু'দিনে যেন পরতে পরতে খুলেছে তার ভরা দেহখানি। নীল লতাপাতা আঁকা নতুন শাড়িটা পরনে থাকায় সে যেন এখন সাক্ষাৎ প্রকৃতি। (আলাউদ্দিন ১৯৬২: ৪২)

নারীর প্রতি শারীরিক মানসিক নির্যাতন ও চিন্তার ক্ষেত্রে নারীকে অবমূল্যায়ন করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে *কর্ণফুলী* উপন্যাসে। ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, আধিপত্য, প্রভুত্ব এসবের বিপরীতে অধস্তন, ক্ষমতাহীন, শোষিত জনগোষ্ঠীর অবস্থান। আধিপত্যবাদী জনগোষ্ঠী নিজস্ব ক্ষমতাকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না, ক্ষমতা আরোপ করতে চায় যাতে অপর অংশ এই ক্ষমতায়নের অধীনে ও নিয়ন্ত্রণে থাকে। যে-কোনো কৌশলে এই অধস্তন শ্রেণির উপর আধিপত্য বজায় রাখবে শাসক শ্রেণি। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপর জোর দিয়ে সামাজিক আধিপত্য আদায় করে নেয় বা সম্মতি অর্জন করে। সামাজিকভাবে পুরুষের আধিপত্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে উপন্যাসে বর্ণিত চট্টগ্রামের লোকায়ত জীবন ও রাঙামাটির আদিবাসী চাকমাদের জীবন। প্রেমানুভূতির সরল প্রকাশ, যৌনতা, আদিম প্রবৃত্তি, দাম্পত্য জীবনের প্রণয়, প্রণয় বহির্ভূত দৈহিক সম্পর্ক, বিচ্ছেদের বিষয়কে নিয়ে বৈচিত্র্যময় অঙ্গন তৈরি হয়েছে এ উপন্যাসে। জৈবিক কামনা-বাসনায় প্রেমের অনুষঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। রমযান দেহপসারিণী নার্গিস সম্পর্কে যে চিন্তাভাবনা করে তা নারীকে মানুষ হিসেবে অবমূল্যায়নের চরম নিদর্শন। সাময়িক সময়ের জন্য অর্থমূল্যে বিক্রিত হওয়া নারীর শরীরের প্রতি পুরুষের অধিকারবোধ তৈরি হয়। কিন্তু পুরুষের কর্তৃত্বে ব্যাঘাত ঘটে যখন নারীর মনের উপর তারা কর্তৃত্ব বা ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। নারীর হৃদয়ের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয় খরিদ্দার-রূপী পুরুষ। নারী ও প্রকৃতি উভয়ই নানাভাবে প্রান্তিক। পুরুষ দ্বারা সামাজিক জীবনে নারীর প্রতি নিপীড়ন ও মানব কর্তৃক প্রকৃতি নিপীড়ন সমধর্মী। যৌন কর্তৃত্ব ও পিতৃতান্ত্রিকতা অধীন করে। পুরুষ খরিদ্দারকে আকর্ষণ করার জন্য নানা রকম কথা বলে; তবে এই দৈহিক মিলনে আনন্দের সঞ্চার নেই। পুরুষ হিসেবে রমযান এই অপ্রাপ্তি ও বঞ্চনাকে সহ্য করতে পারে না; তাই আক্রোশী মনোভাব প্রকাশ করে:

> বহুদিন হতে চলল, টাকা কম ঢালে নি। কিন্তু ওর মনের এতটুকু ছোঁয়া কোনোদিন অসতর্ক মুহূর্তেও পেয়েছে বলে স্মরণে নেই। তবে, কেন ছেড়ে দেয় না? দিতে কি পারে না? পারে, নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু তবু দেবে না। কারণ, নারীর মন একটা বাজে গুজব, টাকা দিয়ে মেলে দেহ, জলজ্যান্ত, নরম-কোমল, আর তাকে পীড়ন করে যে জান্তব আনন্দ সেটাই তো আসল দামী? বিশেষত এ যখন নার্গিস? যে নাকি তাকে ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে, নয় করুণা? (আলাউদ্দিন ১৯৬২: ১৩-১৪)

কর্ণফুলী উপন্যাসের আখ্যান বয়নের সাথে কৌশলে ঔপন্যাসিক যুক্ত করেছেন অনৈতিক ও অসামাজিক কার্যক্রমের ধারাবাহিক বর্ণনা। কর্ণফুলী নদী তীরবর্তী জনসমষ্টির জীবনাখ্যান বয়নের ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন আল আজাদের এ উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে নারী। একটা ঐতিহাসিক সময়কে ধারণ করে নারীপাচার ও নারী-ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের মনস্তত্ত্বকে উল্লেখ করেছেন তিনি। দেশের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক সংকটের কারণে অস্থিতিশীল অবস্থায় অনৈতিক ব্যবসার বিস্তৃতি ঘটে, 'যুদ্ধের শেষে শান্তি এবং শান্তির সময় ব্যবসাতে মন্দা' (আলাউদ্দিন ১৯৬২: ১২)। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তির প্রচেষ্টায় অনৈতিক ও অবৈধ কাজের সাথে যুক্ত হয় সীমান্তবর্তী মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষার্ধে সীমান্তের ক্যাম্পে রমযান নারীপাচার করত বিদেশি সাহেবদের কাছে। প্রাকৃতিক বনজ সম্পদ যথেচ্ছ ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায় এ উপন্যাসে ইসমাইল ও রমযানের কথোপকথনের

মাধ্যমে। প্রকৃতির সম্পদকে ব্যক্তিগতভাবে কুক্ষিগত করার ব্যাপারটি এবং নারীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে অসঙ্গত আচরণের প্রসঙ্গটি সমধর্মী হয়ে উঠেছে এ উপন্যাস। আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক সময়ের জটিলাবর্তে নারীকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা আর প্রকৃতিকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে এসে তার উপর কর্তৃত্ব করা সমভাবে চিহ্নিত হয়েছে উপন্যাসে। 'পরিবেশের উপর যেমন রয়েছে মানব-কর্তৃত্ব, একইভাবে নারীর উপর রয়েছে পুরুষ-কর্তৃত্ব। এই কর্তৃত্বের [আধিপত্য] দাবিতে পরিবেশকে কেন্দ্র করে মানবকেন্দ্রিক (anthropocentric) ডিসকোর্স ও নারীকে কেন্দ্র করে পুরুষকেন্দ্রিক (androcentric) ডিসকোর্স করা হচ্ছে। 'নারী' ও 'প্রকৃতি'র উপর কর্তৃত্বের [আধিপত্যের] এই ধরন, তার যৌক্তিকতা ও তা নিরসনের দার্শনিক প্রয়াসই হলো প্রতিবেশ-নারীবাদ' (আনোয়ারুল্লাহ ২০১৯: ৮৯)। নারীর অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য নারীবাদী আন্দোলন, অন্য দিকে দূষণ ও বিপর্যয়মুক্ত সবুজ পরিবেশের জন্য আন্দোলন—এ দুই প্রসঙ্গ সমভাবে যৌক্তিকতা, স্বরূপ ও ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ও সাদৃশ্য রক্ষা করেছে। যার সমন্বিত নতুন সামাজিক আন্দোলনের নাম পরিবেশ-নারীবাদ। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী, অন্যদিকে শিল্পোন্নয়ন ও ভোগদখলের প্রেক্ষাপটে পরিবেশ—এ দুই পরিসর কর্তৃত্ব আরোপের সাধারণ ক্ষেত্র। কর্তৃত্বের এই সাধারণ পরিসর রক্ষা করার প্রয়াসের নাম পরিবেশ-নারীবাদী আন্দোলন। নারীবাদে নারীর শরীর, অধিকার, যৌনতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কথা বলা হয়। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার ঘাটতি, পরিবেশ সম্পর্কিত অজ্ঞতা, প্রকৃতি ও নারীর প্রতি ভোগবাদী মানসিকতা প্রভৃতি কারণে প্রকৃতিতে সংকট তৈরি হয়েছে। রাঙামিল্যার প্রতি কদর্য চিন্তাকে হরিণের মাংসের প্রতীকী উপস্থাপনের মাধ্যমে সংকটের এই অভিন্নতাকে চিহ্নিত করে:

> রমযান বলল, পাহাড়ৎ খালি গয়াল ন, হরিণও আছে! হরিণের গোস্ত খাইতে বড় মজা, খাইবা না?
>
> কণ্ঠস্বরে রহস্যের রেশ। ইসমাইল তা বুঝতে পারে। বলল, ত, পাইলে ন ছাড়িহঁ।
>
> এইতো কথা একখান কইও। একটু হেসে জিগ্গেস করল, তোর হাত সই আছে তো? গুলি মারিৎ পারবি তো?
>
> ইসমাইল বলল, ইবা আর ন পারজুম! কত পকখী মাইরলাম! (আলাউদ্দিন, ১৯৬২: ২৬)

একটা দেশের ভৌগোলিক পরিমণ্ডল ওই দেশের ইতিহাস ও সমাজব্যবস্থা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-লোকাচার প্রভৃতি তাত্ত্বিক সম্পর্কগুলোকে প্রভাবিত করে। পাহাড় কেটে ছোট করা, নদীর গতিপথ পরিবর্তন করা প্রভৃতি বিষয়ে মানুষ স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে লাগামহীনভাবে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করছে। শিলোন্নয়নে বনজ সম্পদের বাণিজ্যিক ব্যবহার, নগরায়ণ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অরণ্যসংশ্লিষ্ট মানবজীবনের স্বাভাবিকতা বিঘ্ন করে। আধুনিক সভ্যতার সাথে অগ্রসর সমাজব্যবস্থায় মানুষের কায়িক পরিশ্রমের তুলনায় যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার বিশালতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। চন্দ্রঘোনার কাগজকলের জন্য বাঁশের ব্যবহার, বিদ্যুৎ উৎপাদনে নদীতে বাঁধ দেওয়া, পাহাড় কেটে ছোট করা প্রভৃতি দিকগুলো গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।

ঔপন্যাসিক যান্ত্রিক শক্তি ও মানব শক্তির কাজের সক্ষমতার বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন মানুষের বস্তুনির্ভরতার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে:

> মিলের বাঁশকাটার মেশিনটা আজব জিনিস, যেন রূপকাহিনীর রাক্ষস, প্রচণ্ড শব্দে কাজ করে চলেছে, বড় বড় বোন্দাগুলি নিমেষেই মিসমার। কাপ্তাইয়ের বিজলী ঘর, ছোড় দরওয়াজা, কলের এত শক্তি। এদের কাছে মানুষের মেহনত তো কিছুই নয়? পাহাড়কে বদলাচ্ছে, মাটিকে বদলাচ্ছে, যাদুমন্ত্রের মতো। (আলাউদ্দিন ১৯৬২: ২৩)

অরণ্য, নদী ও পাহাড়ের ক্ষয় ও বিলুপ্তি ঘটে থাকে বিশেষত নগরায়নের প্রসারের কারণে। আধুনিকতার বিস্তারে প্রকৃতির ক্ষয়িষ্ণুতা শুরু হয় এবং প্রকৃতির আশ্রয়ে থাকা অগণন মানুষ উচ্ছেদ হচ্ছে প্রতিনিয়ত। পরিবেশ ও প্রকৃতি-বিধ্বংসী কোনো সিদ্ধান্ত ওই অঞ্চলের মানুষের জন্য দুর্ভোগের। কর্ণফুলী নদী ও নদী-তীরবর্তী অরণ্যকে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করছে উন্নয়ন ও প্রগতির মাধ্যমে। নদীতে বাঁধ নির্মাণের ফলে একটি জনপদের ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক সকল দিকে পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। পাহাড়ের আকৃতি রূপাবয়ব পরিবর্তনের বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে উপন্যাসে পাহারতলী নাম ব্যবহারে- 'নামে পাহাড়তলী, কিন্তু পাহাড় একটিও নেই; আছে উঁচু ঢিবি, পাহাড়ের ভেলকির মতো, বিশেষত শহরের এলাকায়' (আলাউদ্দিন ১৯৬২: ১৪)। সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় লেখক গুরুত্বারোপ করেছেন আঞ্চলিক ও অরণ্যনির্ভর জীবনকাঠামোর রূপান্তর প্রক্রিয়ার উপর। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ রূপান্তর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রকৃতিঘনিষ্ঠ নিস্তরঙ্গ জীবনে গতিময়তা সংযুক্ত হয়। গতিময় অগ্রসরতার সাথে অরণ্যঘনিষ্ঠ জনসমষ্টির জীবনে বিস্তর ব্যবধান তৈরি হয়। এ উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য স্মরণযোগ্য:

> ঐ জনপদের একদিকে রয়েছে উৎপাদন-কাঠামোগত বৃত্তাবদ্ধতা, অন্যদিকে, শ্রেণী-অস্তিত্ব অতিক্রমণের আত্যন্তিক প্রচেষ্টা। ঔপন্যাসিক আঞ্চলিক লোকজীবন ও তার ভাষা অঙ্গীকারের কথা উচ্চারণ করলেও কর্ণফুলী আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। বরং বহির্পৃথিবীর অভিঘাত-সংঘাতে আঞ্চলিক জীবনের রূপ-রূপান্তরই শিল্পায়িত হয়েছে এ উপন্যাসে। (রফিকউল্লাহ ২০০৯: ১২৬-১২৭)

কর্ণফুলী নদীর নামকরণের ইতিহাসও এই অঞ্চলের লোকসমাজের কাছে জনপ্রিয়, কিন্তু স্বার্থান্বেষী মানুষের কাছে এই জনগোষ্ঠীর জীবন ও বসতির প্রতি কোনো আন্তরিকতা নেই। প্রকৃতিকে যন্ত্রের বশে এনে সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহার করা ও প্রকৃতির অবাধ চলাচলের গতিপথ রুদ্ধ করে তার প্রবহমানতাকে নিয়ন্ত্রণ করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ উপন্যাসে। কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ নদী হন্তারকের ভূমিকায় উপস্থিত হয়েছে। নদীর সাথে কর্ণফুলী তীরবর্তী জনসমষ্টির একাত্মতার কারণে নদী বাঁচাও চিন্তার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। নদীতে বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথ রুদ্ধ করে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, নদীর গতিপথ রুদ্ধ করে স্বাভাবিক প্রবাহ নষ্ট করা ও গতিপথ স্থানান্তরিত করা প্রভৃতি প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে নদী তার স্বাভাবিক প্রাণপ্রবাহ হারাচ্ছে। কর্ণফুলী নদীকে নিয়ে রাজনীতি করার ফলে সাধারণ জনমানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য:

> অর্থনৈতিক ও কৃষিজ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে জলব্যবস্থাপনা কাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বাংলাদেশের উজান এলাকার পানি প্রত্যাহারের কারণে গ্রীষ্মকালে ভাটির নদীগুলোর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। গঙ্গা নদীর উপর ফারাক্কা বাঁধ এবং বাংলাবান্ধার উত্তরে পুনর্ভবা ও তিস্তা নদীতে বাঁধ ও জলকাঠামো নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের এসব নদী প্রবাহ হারিয়ে শুকনো ধ্বস্ত নদীতে পরিণত হচ্ছে। এসব নদীর শাখাগুলোও পানির অভাবে গ্রীষ্মকালে মৃত নদীতে পরিণত হয়। (অশোক ২০১৭: ৮৬)

অন্তঃসারশূন্য সমাজব্যবস্থায় সামজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় নিয়ে জরাজীর্ণ সমাজব্যবস্থাকেই সাহিত্যরূপ দিয়েছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। এছাড়া আদিবাসী অন্ত্যজ, ব্রাত্য, অস্পৃশ্য প্রভৃতি মানুষের জীবনকেও উচ্চকিত করে তুলেছেন তিনি সাহিত্যে। সামাজিক স্তরবিন্যাসে নিম্নবর্গের শ্রেণি সম্পর্কে অন্য শ্রেণির চিন্তা ও মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় *কর্ণফুলী* উপন্যাসে। লালন ও ধলাবির দাম্পত্যজীবনকে পরিত্যাজ্য করেছে চাকমা সমাজ। একইভাবে ধনপতি-রাধামোহনের আখ্যান ও নীলমণি-রাঙামিল্যার দাম্পত্যজীবন ও প্রণয় সম্পর্কে চিন্তা ও সামাজিক স্বীকৃতির আশঙ্কা মূলত ওই অঞ্চলের সমাজকাঠামোর সামাজিক অবস্থানের চিহ্নায়ক। আধিপত্যবাদী মানসিকতায় নারী তার ভাষা ও চিন্তার বলয় হারিয়ে ফেলে এবং তারা হয়ে ওঠে বাকি অংশের ক্রীড়নক। কর্ণফুলী উপন্যাসে পুরুষানুক্রমিক সংগ্রামের লড়াইয়ের দৃশ্য মূলত জীবনের প্রয়োজনীয়তার জন্য বাস্তবতার সাথে লড়াই করা। এ উপন্যাসে পুরুষ চরিত্রের সংগ্রামশীল বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি নারী চরিত্রের দৃঢ়তা, প্রতাপ, ধৈর্য, সংগ্রামী ও সাহসী পদক্ষেপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জুলি পিতার আর্থিক অসচ্ছলতা দূর করতে আত্মনির্ভরশীলতার স্বপ্ন দেখে। নারী বাইরে কাজ করলে সম্মান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে সমাজব্যবস্থা। নারীর স্বাধীন চিন্তা গ্রহণের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করা ও নারীর কর্মক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করে তোলা সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ উপন্যাসে:

> ও নিজে যদি ব্যাটাছেলে হত তাহলে তাকে এত কষ্ট করতে দিত না। পান সিগারেটের একটা দোকান দিত, নয় কাজ করতে চলে যেত চন্দ্রঘোনা, কাপ্তাই বা অন্য কোথাও। ঢাকার শহর নাকি খুব বড়। বড় বড় রাস্তা তার, বড় বড় দালান কোঠা। একদিন রেলগাড়িতে চড়ে নিশ্চয় চলে যেত ও। দেখত গিয়ে সব, ঘুরে ঘুরে, আর সে সঙ্গে চাকরিরও সন্ধান করত। কিন্তু মেয়ে হয়ে এখন কোনো উপায় নেই। (আলাউদ্দিন ১৯৬২: ১৭)

নারীর অধিকার আদায়, নারীর শরীর ও যৌনতা বিষয়ে নেতিবাচক ধারণা প্রত্যাহার করা পরিবেশ-নারীবাদে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণী, উদ্ভিদ, নদী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির প্রতি মমত্ববোধ বৃদ্ধি এবং মানুষ প্রকৃতিকে কম শোষণ করবে পরিবেশ-নারীবাদ এই ধারণায় বিশ্বস্ত। নারীর সন্তানকে ভালোবাসা ও প্রকৃতির সাথে ঘনিষ্ঠ হওয়ার যোগসূত্র রয়েছে। সংসার, সন্তান সম্পর্কে ইসমাইলের চিন্তাকে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণে প্রবাদ-প্রবচনের মাধ্যমে উল্লেখ করেছেন ঔপন্যাসিক: 'যদি আছে দুই পাও, যেথা ইচ্ছা তথা যাও, যদি হবে চার পাও এই ব্যাটা কোথা যাও, যদি হবে ছয় পাও আব্বাজান মিষ্টি দাও' (আলাউদ্দিন ১৯৬২: ২২)। জুলি তার স্বামীর মঙ্গলের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে। স্বামীর মৃত্যুর পর ইসমাইলকে নিয়ে মানুবিবির দুঃসাহসী অভিযাত্রা মাতৃত্বের বিষয়কে উচ্চকিত করে তোলে। নারীর মাতৃত্ববোধ সন্তান ও

প্রকৃতি উভয়কে সমভাবে কেন্দ্র করে বিস্তৃতি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য:

> ‘লালনপালন’ শব্দদ্বয়ের মধ্য দিয়ে নারী ও প্রকৃতি একাকার হয়ে ওঠে। এ ভাবনাই নারীকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করেছে। প্রসঙ্গত খনার কথা মনে পড়ে। প্রাচীনকালে ‘সাবসিসটেন্স ইকোনমি’ বা সম্পদ উৎপাদনকারী জীবিকা অর্থনীতিতে নারীরা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ফসল উৎপাদনের সাথে যুক্ত থাকত, সবুজায়নেও তাদের ভূমিকা অসাধারণ ছিল। ১৮৮৯ এবং ১৯৯৪ সালের দিকে ডেট্রোয়েট-আফ্রিকান-আমেরিকান নারীদের হাতে ব্যাপকভাবে সবুজায়ন ঘটে। (সোহানা ২০০২: ৩২)

কর্ণফুলী উপন্যাসে আলাউদ্দিন আল আজাদ কর্ণফুলী নদীর নামকরণের ইতিহাস জনশ্রুতির মাধ্যমে তুলে ধরেন। ঋতুর পরিবর্তনে কিংবা সময়ভেদে নদীর রূপ পরিবর্তিত হয় প্রতিমুহূর্তে। সেই সৌন্দর্য ও সাহস প্রভাব বিস্তার করে নদী-তীরবর্তী মানুষের আন্তঃবৈশিষ্ট্যে। একক অখণ্ড সত্তায় বিন্যস্ত হয়েছে তাদের সাংস্কৃতিক জীবন: ‘কল্লোলিনী কর্ণফুলীর ধারাপ্রবাহের সঙ্গে সম্বন্বিত করে এতদঞ্চলের প্রকৃতি ও নিসর্গলালিত মানুষের জীবনপ্রবাহকে শিল্পরূপ দান করেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ।’ (গিয়াস ২০১৫: ৭৯) বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নারী জীবনের অন্তর্বয়ন, ভবিষ্যৎ আশঙ্কাকে লেখক এই উপন্যাসে প্রকাশ করেছেন।

ইসমাইলের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন সারেং হওয়া কিন্তু এই স্বপ্নে বাধা হয়ে দাঁড়ায় মানুবিবি ও জুলি চরিত্র। মানুবিবির স্বামী ছিল জেটির মজুর। তার মৃত্যুর পর মানুবিবির জীবনে নেমে আসে অসহনীয় পরিণতি। সংসার-বিচ্ছিন্ন সারেং পরিবার থেকে দূরে থাকায় সহজে পরিবারকে ভুলে যেতে পারে। তার প্রত্যাশায় থাকা সঙ্গীকে অবহলো ও অপদস্ত করতে পারে। বহু সারেং জীবনের অভিজ্ঞতা প্রত্যবেক্ষণের মাধ্যমে জুলির চিন্তায় ভীতি-আশঙ্কা আরো দৃঢ় ও অসহনীয় হয়ে ওঠে। জুলি আশ্রয় নিয়েছে অতিপ্রাকৃত বিষয়, কুসংস্কার ও ফকির-দরবেশের নিকট। বাঙালি নারীহৃদয়ের অন্তর্দহন উপস্থাপনে ঔপন্যাসিক পর্যবেক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছেন:

> এই যে গোবেচারা লোকগুলি, সারেং হয়ে যাচ্ছে, দরিয়ায় গিয়ে পড়লেই ভোল পাল্টে যায় এদের। এখন বিদায় নিতে যেন কত ব্যথিত, একেক জনের কাঁদো-কাঁদো ভাব। অথচ এরাই বিদেশ গিয়ে সব ভোলে। টাকা পাঠায় না, চিঠি দেয় না। বাড়ীতে বৌ ছেলেমেয়ে মরুক, মেম বিয়ে করে। দরিয়ার পানি যে নোনা! কে জানে ঘরে ঘরে দুঃখিনী মেয়েদের চোখের পানিতেই তার সৃষ্টি কিনা। না হলেও, অন্য একটি আছে, অন্য দরিয়া। এক দরিয়া দেখা যায়, অন্যটি দেখা যায় না এই যা তফাৎ। (আলাউদ্দিন ১৯৬২: ৭৯)

কর্ণফুলী উপন্যাসে পাখি (প্যাঁচা, শালিক) চরিত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছে। সতর্কতা কিংবা সংকেত নিয়ে হাজির হয়েছে উপন্যাসের প্রতিটি স্তরের ঘটনাক্রমের সাথে। চট্টগ্রামের পাহাড়তলী থেকে কাসালং নদী-তীরবর্তী পার্বত্য অঞ্চল ফুলছড়ি, চন্দ্রঘোনা, কাপ্তাই ও রাঙামাটি পর্যন্ত সকল স্থানে এর সমান বিচরণ রয়েছে সর্বদ্রষ্টার মতো। সন্ধানী পর্যবেক্ষণশীল মনোবিশ্লেষণের জটিল প্রক্রিয়াকে শিল্পে ধারণ করেছেন আলাউদ্দিন আল আজাদ। নারীর

প্রত্যক্ষণ, চিন্তাচেতনা, পরিচর্যানীতি, অনুভূতি, মূল্যবোধ সবকিছুর সাথে প্রকৃতির সাদৃশ্য পরিবেশ-নারীবাদে বিবেচ্য হয়। নারীহৃদয়ের অনুভূতির সাথে একাত্ম হয়েছে প্রকৃতির অনবদ্য অনুষঙ্গ। প্যাঁচা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার মতো নিয়ন্ত্রণ করে, বিপদে সতর্ক করে তোলে। প্রকৃতিও যেন জুলির বিপদে একাত্ম হয়ে যায়। পুরুষ চরিত্রের অন্তর-বাইরের দ্বন্দ্ব, হৃদয়ের রক্তক্ষরণের সমান্তরালস্পর্শী হয়ে ওঠে নারীর মনোজগৎ। নৈঃসঙ্গ্য ও একাকিত্ববোধ নারীর স্বতন্ত্র সত্তা, অন্তর্শক্তি হিসেবে কাজ করে। জুলি প্যাঁচার ডাকের কুসংস্কারে ভীত না হয়ে নিজের জীবন সম্পর্কে সাহসিকতা প্রকাশ করে। জুলির ভেতরের ক্রোধ ক্ষোভ সবকিছুকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করে। দোজবর বয়স্ক পুরুষকে বিয়ে করে বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া নয় বরং নিজের পছন্দের মানুষকে অর্জন করার প্রচেষ্টাও রয়েছে জুলির আচরণের মধ্যে:

> এই ডাককে জুলির বড় ভয়, ছোটবেলা থেকেই, কারণ এটা নাকি অশুভ সংকেত, জুলি দৌড়ে ঘরের ভিতরে চলে যেত; কিন্তু এখন একটু চমকে উঠল মাত্র। কাছাকাছি, কামরাঙা গাছটায় ডালে বসে প্যাঁচাটা ডাকে, একই সুরে একই তালে, আর যেন ঠাণ্ডা দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে তার দিকে। চেয়ে থাকুক, রক্ত শুষে খাক; তবু ও সে নড়বে না। বেড়ায় ফোকরে চোখ রেখে সে স্থির। (আলাউদ্দিন ১৯৬২: ৪৫)

আধিপত্যবাদী মানসিকতায় নারীকে চিন্তা করা হয় অধস্তন হিসেবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীচিন্তা ভোগের সাথে ও জীবনের মত্ততার সাথে জড়িত। নারীকে পারিবারিক সম্পর্কের (মাতা, স্ত্রী, কন্যা, বোন) বাইরে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে নেতিবাচক চিন্তাকে প্রাধান্য দেয় পুরুষ। রাঙামিল্যা চরিত্রকে উপস্থাপনে তাঁর পিতার লোভী ও সতর্ক দৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করেছেন ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে। মাতাল পিতা তাড়ি কিংবা অর্থের বিনিময়ে রাঙামিল্যাকে রমযানের কাছে বিক্রি করতে দ্বিধাবোধ করবে না। রাঙামিল্যা তার পরিবারের কাছেও নিরাপদ নয়। পিতার লোভী চিন্তার কাছে মেয়ের সম্মান প্রসঙ্গ উপেক্ষিত হয়। পিতার আত্মবিশ্বাসী অবস্থান থেকে পলায়নপর মনস্তত্ত্বকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাঙামিল্যার কাছে লালনের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে যায়। পিতার এই ব্যবসায়ী মনোভাব পরিবারেও নারীর অনিশ্চিত অবস্থানকে ইঙ্গিত করে:

> একি মহাপরীক্ষা! ক'দিন ধরে বাপজানের মতিগতি বিশেষ সুবিধে মনে হচ্ছে না। কেমন চোরা-চোরা চাউনি। এক রাত্রে ছুঁতো দিয়ে নিল, দেখে গাট্টাগোট্টা কালো একটা লোক। কি বিপদ! সে দৌড়ে পালিয়ে এসেছিল। (আলাউদ্দিন ১৯৬২: ৫৩)

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর ওপর আধিপত্যবাদী মানসিকতা ও নিপীড়নমূলক ক্রিয়াশীলতার প্রতিফলন রয়েছে প্রকৃতিকে ধ্বংস করার মধ্যে। গ্রামীণ জীবনে সামাজিক সংকটের মূলে রয়েছে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের বিশ্লেষণ। সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কার উপেক্ষা করে নর-নারীর সম্পর্কের মূল্যায়ন করেছেন ঔপন্যাসিক। নারীর প্রতি সহিংসতা, নারীদেহের ওপর নিপীড়ন ও নির্বিচারে প্রকৃতি ধ্বংসের মাধ্যমে প্রকৃতির ভারসাম্যহীনতা তৈরী করা পরিবেশ-নারীবাদে সমান গুরুত্বপূর্ণ। নারী ও পুরুষের মধ্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে হবে। পরিবেশ-নারীবাদ ধারণায় সামাজিক অবদমন কাঠামোর (oppressive framework) মধ্যে যৌনতার সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃতি ও নারীর কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ করা হয়

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়। নারী ও প্রকৃতির দুই স্তরকে বিশ্লেষণে নতুন চিন্তার সমন্বয় ঘটেছে পরিবেশ-নারীবাদে। সামাজিক অবস্থানে নারী অধস্তন ও হীন মর্যাদায় বিবেচ্য। সমাজিক, নৈতিক ও শারীরিক অবদমন থেকে উত্তরণের প্রয়াস রয়েছে পরিবেশ-নারীবাদে। নারীর জ্ঞান, সচেতনতা, অভিজ্ঞতা ও প্রবৃত্তি—এগুলো প্রকৃতির রক্ষাকবচ। গাছকাটা রোধ, ভূমিক্ষয় রোধ, বৃক্ষরোপণ বৃদ্ধি—এগুলো পরিবেশ বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষা। প্রকৃতি পুরুষতান্ত্রিক নয়, সমাজই পুরুষতান্ত্রিক পুরুষাধিপত্যবাদী হয়ে থাকে। আর এই কাঠামোতে শোষিত হয়ে আসছে প্রকৃতি ও নারী। প্রকৃতির প্রতি নারীর মমত্ববোধ ও সংবেদনশীলতা রয়েছে:

> মানব-নিসর্গবাদীরা মনে করেন নারী নিপীড়নের সঙ্গে প্রকৃতি ধ্বংসের একটা নিবিড় যোগ আছে। যৌনতা মেটানোর জন্য নারীদেহ-এর প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তারের একটা সম্পর্ক আছে। মানবসমাজে আমরা যে বর্ণ বিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, গোষ্ঠীবিদ্বেষ, স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য ও অন্যান্য সামাজিক অসাম্য দেখি তারও মূল নারীদেহের ওপর অত্যাচার ও নির্বিচারে প্রকৃতিকে ধ্বংসের মাঝে লুকিয়ে আছে। বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের যে চিত্ত বা বৈভব, যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তা গড়ে উঠেছে মানবী, প্রকৃতি ও তৃতীয় দুনিয়াকে শোষণ করে। (বিপ্লব ২০০৯: ১৫)

কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দেয়ার কারণে পার্শ্ববতী অঞ্চল প্লাবিত হওয়ায় পার্শ্ববতী প্রায় আশি হাজার ঘরকে স্থানান্তরিত করতে হয় সরকারি পুনর্বাসনের মাধ্যমে। তাদের পাহাড়ি এলাকা ও সংস্কৃতি ছেড়ে নতুন স্থানে বসতি স্থাপন করতে হবে। কর্ণফুলী তীরবর্তী অসংখ্য পরিবার ও জনগোষ্ঠীর জীবনব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ভূমি থেকে স্থানান্তর, কাজের ক্ষেত্র পরিবর্তন ইত্যাদির কারণে বিপর্যয় তৈরি হয়। পরিচিতি পরিবেশ, প্রতিবেশী, আত্মীয়বন্ধু, জাতি-গোষ্ঠী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় সেখানকার মানুষের মনস্তাত্ত্বিক সংকট তেরি হয়। ভূমি-বিচ্যুত এসব মানুষ ক্রমশ ভূমিহীন মানুষে পরিণত হয় এবং সামাজিক অবস্থান ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আরো প্রান্তিক হয়ে ওঠে। পাহাড়ি নারী আরো প্রান্তিক হয়ে পড়ে। প্রকৃতির বৈচিত্র্যকে রক্ষা না করায় ভূমিধস ঘটে এবং এর সাথে বাস্তুহারা হয় অধিকাংশ জনগণ। বনজ সংস্কৃতি নির্ভর এসব মানুষ বাস্তুচ্যুত হওয়ায় নানা ধরনের সংকট তৈরি হয়। জমি থেকে তাদের উচ্ছেদ করে অন্যত্র বসবাসের জন্য বাধ্য করছে, অধিকৃত নদীতে বাঁধ দেওয়ার কারণে ক্রমান্বয়ে অরণ্য ও প্রকৃতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, জীবজন্তু পশুপাখি প্রাণীদের স্বাভাবিক অরণ্যভূমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সার্বিকভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ঔপন্যাসিক অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সূক্ষ্মভাবে উপন্যাসের কাহিনি বয়নসূত্রে কর্ণফুলী নদী-তীরবর্তী জনসমষ্টির সংকটকে উপস্থাপন করেছেন:

> বছর খানেকের মধ্যে গ্রাম ছেড়ে দিয়ে এখানকার সকলকেই চলে যেতে হবে, কাপ্তাইর বিজলী-কারখানা চালু হলে ভেসে যাবে এই এলাকাও। তখন গিয়ে বাসা বাঁধতে হবে আরো উঁচু জায়গায়। প্রত্যেকের ক্ষতিপূরণ জায়গাজমি দেওয়া হচ্ছে নাকি। (আলাউদ্দিন ১৯৬২: ২৮)

সমাজে নারীদের গৃহকাজের মূল্যমান হিসেবে অর্থ দ্বারা বিবেচ্য নয়। তাই নারীর গৃহকাজের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি নেই। ঠিক একইভাবে অরণ্যে প্রবাহিত নদীর উৎপাদনক্ষমতা, ব্যবহার উপযোগিতা সাধারণভাবে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিবেচ্য নয়। কিন্তু ওই নদীর স্বাভাবিক প্রাণপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণে এনে বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে ওই খরস্রোতা নদীকে দেশের উৎপাদন কাঠামোর সাথে যুক্ত করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন করা সম্ভব। মানবী নিসর্গবাদী বন্দনা শিবা অরণ্যে বসবাসকারী কিছু সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য প্রবাহিত নদীর ব্যবহার উপযোগিতা ও নদীকে নগরসভ্যতার সাথে একাত্ম করে উৎপাদিত পণ্যের বিনিময় মূল্যের তুলনামূলক চিন্তা সম্পর্কে বলেছেন:

> Nature is unproductive; organic agriculture based on nature's cycles of renewability spells poverty; women and tribal and peasant societies embedded in nature are similarly unproductive, not because it has been demonstrated that in cooperation they produce less goods and services for needs, but because it is assumed that 'production' takes place only when mediated by technologies for commodity production, even when such technologies destroy life. A stable and clean river is not a productive resource in this view: it needs to be 'developed' with dams in order to become so. Women, sharing the river as a commons to satisfy the water needs of their families and society are not involved in productive labor: when substituted by the engineering man, water management and water use become productive activities. Natural forests remain unproductive till they are developed into monoculture plantations of commercial species. Development thus, is equivalent to maldevelopment, a development bereft of the feminine, the conservation, the ecological principle. (Shiva 1988: 3)

এই ঘটনার সমান্তরালে উপন্যাসে বর্ণিত কর্ণফুলী নদীর উপর বাঁধ দেওয়ার ঘটনা বিবেচ্য। এখানে নদী ও অরণ্যের বিভিন্ন উৎপাদনশীল কাজের কোনো মূল্যমান বিবেচ্য নয় কারণ বিনিময় মূল্য অর্থ নয়। পরিবেশ-নারীবাদী ধারণায় সমাজে নারী ও প্রকৃতির ক্রিয়াশীলতা ও উৎপাদনশীলতাকে নিষ্ক্রিয়ভাবে চিহ্নিত করা হয় এবং তাদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে মানুষ সহজেই নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত এ সকল অরণ্যনির্ভর মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে। তবে কর্ণফুলী নদীর প্রসঙ্গ উপেক্ষিত থেকে যায়:

> বাঁধ দেয়া হলো, কর্ণফুলী রাগী মেয়ের তো ঠোঁট বেঁকিয়ে ফুলে ফেঁপে আড়াইশ' মাইল ডুবিয়ে দেবে। ... বিরাট হ্রদের মতো ভাঙ্গারটি যখন পূর্ণ হবে সেই চাপে, পাহাড় কেটে তৈরি সুড়ঙ্গ পথে পানি প্রবলবেগে গিয়ে পড়বে তাদের মুখে বসানো চাকার উপর, কিনা বলল? হ্যাঁ জেনেরেটর। এর থেকেই জন্ম নেবে বিজলিশক্তি। তা দিয়ে শহরে বন্দরে আলো জ্বলবে, চলবে শত শত কল-কারখানা। মানুষ কাজ পাবে, অভাব দারিদ্র্য কমে যাবে অনেক। (আলাউদ্দিন ১৯৬২: ৭৫)

বিদ্যুৎ উন্নয়নের নির্দেশক। টিপাইমুখ বাঁধ দিয়ে আধুনিক নগর পরিকল্পনা ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে নগর পরিকল্পনায় প্রাগ্রসর হয়েছে, তবে তার সাথে সাথে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওই অঞ্চলের মানুষের জীবিকা পদ্ধতি, পরিবর্তিত হয়েছে কর্মক্ষেত্র। প্রকৃতির উপরেও বিরূপ প্রভাব ফেলে এই 'উন্নয়ন' চিন্তার প্রভাব। শিল্পায়নের বল্গাহীন বিস্তার ও বনজ-সম্পদের

বাণিজ্যিক ভোগের বিরুদ্ধে সামাজিক গতিশীল প্রক্রিয়া। পরিবেশের উপর অবদমনমূলক বিপর্যয়ের ধারণা থেকে রক্ষার জন্য এই সামাজিক আন্দোলন উদ্ভব। প্রকৃতি ও পরিবেশ সংহারক সবকিছু থেকে রক্ষা করা পরিবেশবাদের লক্ষ্য:

> বিদ্যুৎ আধুনিকতারই প্রতীক। কিন্তু প্রতীকের আড়ালে উচ্ছেদ হয়ে গেছে অগণন মানুষ। পাহাড়, নদী, অরণ্যবেষ্টিত জনপদে আধুনিকতার বিস্তার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জন্য কতটা উপযোগী তার খতিয়ান জরুরি হয়ে ওঠেনি উন্নয়ন-পরিকল্পকদের পরিকল্পনায়। বিশেষ করে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনে ব্যাপক দুর্ভোগের সৃষ্টি করেছে বাঁধ ও অরণ্য বিষয়ক আইন। (সুমন ২০১১: ৪৭)

কর্ণফুলী উপন্যাসে বর্ণিত জনবসতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে এবং এর প্রাকৃত বিন্যাসে প্রকৃতির অবস্থান অনবদ্য। যে-কোনো মানুষ প্রকৃতির সান্নিধ্যেই বেঁচে থাকে। নারী প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন সত্তা। নারী প্রকৃতির প্রতিরূপকে অবস্থান করে। উপন্যাসে জুলি, রাঙামিল্যা, নার্গিস চরিত্রের প্রতি আধিপত্যবাদী মনোভাবের সমান্তরালে পাহাড়, অরণ্য, নদীর প্রতি সহিংস আচরণকে সমানভাবে চিন্তা করা হয়েছে। এই উপন্যাসে নারীর প্রতি পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, জীবনযাপন ও যৌনতা নিয়ন্ত্রণে প্রভাববিস্তারী ভূমিকা, নারীর মনোবাসনা, অসহায় ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় ভীত হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে তুলে এনেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের কাহিনি নিয়ন্ত্রণে প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পরিবেশ-নারীবাদে নারীর অবমূল্যায়নের সমার্থক এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের মনোজাগতিক সূক্ষ্মতা ও অস্তিত্বজিজ্ঞাসার স্বরূপ উন্মোচনে আলাউদ্দিন আল আজাদ সচেতন ছিলেন। সমাজদেহের ভেতরের রূপ তিনি উপলব্ধি করেছেন অর্থনৈতিক সমাজবাস্তবতার আলোকে। সাধারণ মানুষের চাপা-পড়া কণ্ঠস্বর ও তুচ্ছ ইতিহাসকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন উপন্যাসের বর্ণনায়। তাঁর শৈল্পিক অভিক্ষেপ ছিল মূলত সমাজের সকল কদর্য বাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচন করা। সমাজের গতিময় ও বৈচিত্র্যমুখী জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা অন্বেষণে লেখক অরণ্যঘনিষ্ঠ মানুষের জীবনের অন্তর্গূঢ় যন্ত্রণাকে তুলে এনেছেন। নারী ও পরিবেশের প্রতি মানুষের কর্মকাণ্ডের নৈতিকতা বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন পরিবেশ-নারীবাদীরা। মানবী-নিসর্গবাদের স্থাপত্য গড়ে ওঠার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার সাথে *কর্ণফুলী* উপন্যাসের সাযুজ্য লক্ষণীয়।

সহায়কপঞ্জি

অশোক বিশ্বাস (২০১৭)। *বাংলা সাহিত্যে নদী বিষয় ও রূপবৈচিত্র্য*। ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।

আনু মুহাম্মদ (২০১৪)। *ঈশ্বর, পুঁজি ও মানুষ*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া (২০১৯)। *প্রতিবেশ-নারীবাদ:* তত্ত্ব ও অভিজ্ঞতা। ঢাকা: গ্রন্থ কুটির।

আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৬২)। *কর্ণফুলী*। ঢাকা: গতিধারা।

গিয়াস শামীম (২০০২)। *বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

বিপ্লব মাজী (২০০৯)। *ইকোফেমিনিজম নারীবাদ ও তৃতীয় দুনিয়ার প্রান্তিক নারী*। কলকাতা: অঞ্জলি পাবলিশার্স।

ব্যাসদেব (১৯৭৪): *শ্রী শ্রী ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ* প্রথম অধ্যায় প্রকৃতিখণ্ড (সুবোধচন্দ্র সম্পাদিত)। কলকাতা: দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড।

রফিকউল্লাহ খান (২০০৯)। *বাংলাদেশের উপন্যাস: বিষয় ও শিল্পরূপ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

সুমন সাজ্জাদ (২০১১)। *প্রকৃতি, প্রান্তিকতা ও জাতিসত্তার সাহিত্য*। ঢাকা: আবহমান প্রকাশন।

সোহানা মাহবুব (২০০২)। 'পরিবেশ-নারীবাদ তত্ত্বের আলোকে অমিয়ভূষণ মজুমদারের সোঁদাল: একটি পর্যালোচনা', *সাহিত্য পত্রিকা* বর্ষ ৫৭ সংখ্যা ১-২। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হুমায়ুন আজাদ (১৯৯২)। *নারী*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

হোসনে আরা (২০২১)। 'পরিবেশ-নারীবাদ ও 'জয়গুন': একটি পর্যালোচনা', *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা* ঊনচল্লিশতম খণ্ড শীত সংখ্যা। ঢাকা।

Warren, Karen J. (2000). *Economist philisophy*. USA: Eowman and Littlefield publishers.

Shiva, Vandana (1988). *Staying Alive: women, Ecology and Survival in India*: London: Zed Books Ltd.